" চৈতন্য পুষ্পগুচ্ছের রঙ , রূপ , সুগন্ধের আধার "

আজ বাগবান (বাগানের মালিক) বাবা নিজের চৈতন্য বাগিচায় ভ্যারাইটি প্রকারের ফুল দেখছেন। এমন রুহানী বাগিচা বাপদাদাকেও কল্পে একবারই প্রাপ্ত হয়। এমন রুহানী বাগিচা , রুহানী সুগন্ধিত পুষ্পগুচ্ছের চমক অন্য কোনো সময়ে পাওয়া যায়না । সে যতই নামীগ্রামী বাগিচা হোক কিন্তু এই বাগিচার সামনে ঐ বাগিচা গুলির কিরূপ অনুভব হবে ! এটি হল হীরে তুল্য , ওটি হল কড়ি তুল্য । এমন চৈতন্য ঈশ্বরীয় বাগিচার রুহানী পুষ্প রূপের নেশা থাকে কি ? যেমন বাপদাদা প্রত্যেকটি ফুলের রঙ , রূপ এবং সুগন্ধ দেখেন তেমনভাবে নিজের রঙ , রূপ এবং সুগন্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে কি ?

রঙের আধার হল - জ্ঞানের সাক্ষেক্ট । যত জ্ঞান স্বরূপ হবে ততই সকলকে রঙ আকৃষ্ট করবে। যেমন স্থূল ফুলের রঙ দেখো , বিভিন্ন রঙ হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো রঙ বিশেষভাবে দূর থেকে আকৃষ্ট করে । দেখা মাত্রই মুখ দিয়ে প্রশংসা বেরোয় যে বাঃহ কি সুন্দর ফুল ! আর সর্বদা মন চাইবে দেখতেই থাকি। ঠিক তেমনভাবে জ্ঞানের রঙে রঙীন ফুল কত সুন্দর লাগবে। সেই ভাবেই রূপ এবং সুগন্ধের আধার হল - স্মরণ এবং দিব্য গুণমুর্ত । শুধু রঙ আছে আর রূপ নেই তবুও এই আকর্ষণ থাকবেনা । আর রঙ রূপ থাকবে কিন্তু সুগন্ধ থাকবেনা তাহলেও আকৃষ্ট করবেনা । বলা হবে , এই হল নকল আর এই হল আসল। শুধু রঙ রূপ যুক্ত ফুল ডেকোরেশনের জন্যে বেশী কাজে লাগে কিন্তু সুগন্ধিত ফুল মানুষ নিজের কাছে রাখে। সুগন্ধিত ফুল স্বত:ই সেবার স্বরূপ যুক্ত হয়। তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কোন্ ধরনের ফুল হয়েছি ? যেখানেই থাকো কিন্তু সেবা স্বত:ই হবে অর্থাৎ রুহানী বায়ুমন্ডল নির্মাণের নিমিত্ত হয়েছ ! কাছে আসলে অর্থাৎ সম্পর্কে আসলে সুগন্ধ ছড়ায় নাকি দূর থেকেই সুগন্ধ ছড়িয়ে যায়। যদি শুধু জ্ঞান শুনলে , যোগাভ্যাসী হলে কিন্তু জ্ঞান স্বরূপ বা যোগী জীবন ধারী বা প্র্যাক্টিকাল দিব্যমূর্ত স্বরূপে পরিণত না হলে তবে ডেকোরেশন অর্থাৎ প্রজা হয়ে যাবে। রাজার জন্যে প্রজা ডেকোরেশন-ই হয়। তাহলে আল্লার বাগিচার ফুল তো হয়েছ কিন্তু কোন্ ধরনের ফুল হয়েছ ? এইরকম নিজের চেকিং করতে হবে। বাগিচা একটি , বাগবানও একজন কিন্তু ফুল রয়েছে ভ্যারাইটি । ডবল বিদেশিরা নিজেদের কি ভাবছে ? রাজ্য অধিকারী নাকি রাজ্য অধিকারীদের দর্শকবৃন্দ ? আজ বাপদাদা বাগিচায় মিলনে এসেছেন । সবার মনে রুহ-রিহান করার সংকল্প রয়েছে । তো আজ রুহ-রিহান করতে এসেছেন। বিশেষ দুটি গ্রুপ রয়েছে তাইনা ।

বাপদাদাকে সবাই দেশবিদেশের বাচ্চারাই হল অতি প্রিয়। কর্ণাটকের এবং ডবল বিদেশী বাচ্চারা সর্বদা খুশীর দোলায় দুলছে । মধুবনে এসে সবাই মায়াজিত হওয়ার অনুভবী হয়েছ , নাকি মধুবনেও মায়া আসে কি ? মধুবনে আসো-ই তো মায়াজিত স্থিতির অনুভূতি করতে। তো এখানে মায়ার আক্রমণ নেই কিন্তু মায়া হার স্বীকার করবে কারণ মধুবনে বিশেষ নিজের উপার্জন জমা করতে আসো। ডবল বিদেশীদের ডবল লক করা উচিত।

মধুবনে এসে বিশেষ ভাবে নিজের মধ্যে কোন্ কোন্ বিশেষত্ব গুলি ধারণ করেছ ? (বাবা বিদেশিদের এবং কর্ণাটক-বাসীদের প্রশ্ন করছিলেন) যেমন সহজযোগী হতে বিশেষত্ব দেখছ তেমনই আর কি কি দেখেছ ? স্নেহ , শান্তি , লাইট পেয়েছ। সবকিছু পেয়েছ কিনা ! যত স্বয়ং প্রাপ্ত করবে তো প্রাপ্তি স্বরূপ আত্মা সেবা না করে থাকতে পারবেনা তাই প্রাপ্তি স্বরূপ সেই সেবা স্বরূপ স্বত:ই হবে।

কর্ণাটক-বাসীরা ভাল বৃদ্ধি করেছে আর বিদেশেও ভাল বৃদ্ধি হয়েছে। বিদেশেও সেবাকেন্দ্র এবং সেবাধারী ভাল তৈরী হয়েছে। বাপদাদাও বাচ্চাদের সাহস , উৎসাহ , আনন্দ দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। দেশেই হোক , বিদেশেই হোক সেবার আনন্দ উৎসাহ বাচ্চাদের অন্তরে দেখে বাবা খুশী অনুভব করছেন । আচ্ছা যে বাচ্চারা সেবাকেন্দ্রে থাকে বা সেবায় উপস্থিত রয়েছে - দেশ হোক বা বিদেশ হোক , সবাই অমৃতবেলা শক্তিশালী রাখছো তো ? এই গ্রুপটি খুব ভাল গ্রুপ কিন্তু ভাল ভাল বাচ্চাদের মায়াও ভালরকম দেখে নেয়। মায়াও তাদের পছন্দ করে তাই মায়াজিত হতে হবে কারণ তোমরা হলে নিমিত্ত আত্মা কিনা তাইজন্য বিশেষ অ্যাটেন্সন । নিমিত্ত স্বরূপ আত্মারা যত শক্তিশালী হবে ততই বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী করতে পারবে। নাহলে বায়ুমন্ডল কমজোর হয়ে যাবে। প্রবলেম্স অনেক আসবে। শক্তিশালী বায়ুমন্ডল হলে নিজেও বিঘ্ন-বিনাশক হবে আর অন্যদের বিঘ্ন-বিনাশক স্বরূপের নিমিত্ত হবে। যেমন সূর্য নিজেই প্রকাশময় বলে অন্ধকার মিটিয়ে অন্যদের প্রকাশিত করে এবং কিচড়া ভস্মীভূত করে। তো নিমিত্ত স্বরূপ আত্মারা শক্তি স্বরূপ বিঘ্ন-বিনাশক স্থিতিতে স্থিত থাকতে অ্যাটেন্সন দাও। শুধুমাত্র নিজের প্রতি নয়। স্টক-ও জমা হোক যাতে অন্যদেরও বিঘ্ন-বিনাশক করতে পারো। তো এই মেজরিটি গ্রুপ হল মাস্টার জ্ঞান সূর্য ! এখন সর্বদা এই স্মৃতি স্বরূপ অবস্থায় থাকো যে আমি হলাম মাস্টার জ্ঞান সূর্য । নিজেও প্রকাশ স্বরূপ এবং অন্যদেরও অন্ধকার মেটাও। আচ্ছা ।

মধুবনবাসীদের কথা বাপদাদার স্মরণে রয়েছে । মধুবনবাসীরা ব্রাহ্মণ পরিবারের নজরে রয়েছে । যখন মধুবনের মহিমা করা হয় তখন সামনে মধুবনবাসীরা এসে যায়। মধুবনের মহিমা সম্পর্কে পুরো ভাষণ তো রয়েছেই । যা মধুবনের মহিমা সেসব প্রতিটি মধুবনবাসী নিজের মহিমা রূপে অনুভব করে কি । আচ্ছা ।

সদা সর্ব বিশেষত্ব সম্পন্ন বিশেষ আত্মাদের , সর্বদা নিজ স্বরূপ দ্বারা সেবার নিমিত্ত স্বরূপ সেবাধারী আত্মাদের , সর্বদা রঙ রূপ সুগন্ধিত পুষ্পগুচ্ছ স্বরূপ আত্মাদের বাগবান (মালী) বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

ডবল বিদেশি বাচ্চাদের একটাই প্রশ্ন থাকে যে আমাদের ডবল সার্ভিস (ঈশ্বরীয় সেবার সাথে চাকরি) করতে কেন বলা হয় , এই প্রশ্নের উত্তরে বাপদাদা বললেন :-
সময় কম এবং প্রাপ্তি করতে চাও সবচেয়ে বেশী। তার জন্যে তন-মন-ধন যাতে এতেই লেগে যায় তাই তিন প্রকারের সার্ভিস তো করতে হবে। কম সময়ে তোমার তিন প্রকারের লাভ জমা হয় কেননা ধন জমা করারও মার্জ্ক আছে। সেই মার্জ্ক জমা করে তোমরা নম্বর প্রাপ্তিতে এগিয়ে যাও। তাই তোমাদের লাভের জন্যেই বলা হয় যে নিজের ধন সেবায় লাগালে ধনের সাব্জেক্টে একের পদ্ম গুণ প্রাপ্ত করো। সবদিক থেকে যদি একসময়ে লাভ হয় তো কেন করবেনা । বাকি যখন নিমিত্ত স্বরূপ আত্মারা দেখবে যে সময়ই নেই , এর কাছে ফুরসত নেই , নিজের খাওয়ার সময় টুকু নেই ,

এত বিজি অবস্থায় দেখলে তারা অটোমেটিকালী ফ্রী করে দেবে। কিন্তু যতক্ষণ এত বিজি না হচ্ছো ততক্ষণ জরুরী আছে। এই কর্ম ব্যর্থ যাচ্ছে না , এরও মার্ক্স জমা হচ্ছে । বিজি হয়ে গেলে ড্রামা তোমাদের চাকরি করতে দেবেনা । কোনো না কোনো কারণ এমন আসবে যে করতে চাইলেও করতে পারবেনা । তাই এখন যেমন চলছে তাতেই কল্যাণ রয়েছে । এমন ভেবোনা যে আমরা স্যারেন্ডার নই । তোমরা স্যারেন্ডার হয়েছ , ডাইরেক্সান অনুসারেই সেবা করছ। নিজের মন থেকে করলে স্যারেন্ডার নও ! এতে যদি নিজের মতামত চালাও যে না আমি তো করবনা , সেতো আরও মনমত অনুযায়ী কর্ম করা হয়ে গেল তাই নিজেকে সর্বদা হালকা রাখবে। যারা নিমিত্ত স্বরূপ আত্মারা রয়েছে তারা যদি বলে তাহলে তাতেও নিজের কল্যাণের কথাই ভাববে। এই বিষয়ে তোমরা একদম নিশ্চিন্ত থেকো। এই নিয়ে যে যত ভাববে যে - আমার বোধহয় পার্ট নেই , আমাকে কিছু কিছু কেন বলা হয়না , তাহলে এই হয়ে যাবে ব্যর্থ । বুঝলে।

টিচারদের *প্রতি* :-

টিচারদের জন্যে সেবা স্থল কোনটি ? টিচাররা হল সর্বদা বিশ্বের স্টেজে স্থিত। তোমাদের সেবা স্থল হল বিশ্বের স্টেজ । তো স্টেজে উপস্থিত ভাবলে প্রতিটি কর্ম অ্যাটেন্সন দিয়ে করবে। যখন কোনো প্রোগ্রাম করো তখন স্টেজে বসে কতটা অ্যাটেনশানে থাকো । অবহেলা করো না। তো টিচার হওয়া অর্থাৎ বিশ্বের স্টেজে স্থিত থাকা। যদি সেন্টারে দুই বোন থাকো , তো দুই নয় বিশ্বের সামনে রয়েছ ।

অব্যক্ত *মুরলী* *থেকে* *প্রশ্ন - উত্তর*

প্রশ্ন :- ভবিষ্যত ২১ জন্মের জন্যে রাজ্যপদ বা দাতা স্বরূপের সংস্কার কবে ভরতে পারবে ?

উত্তর :- যদি এখন থেকেই সর্ব-আত্মাদের বাবার খাজানা দিতে পারে এমন দাতা স্বরূপে পরিণত হবে , নিজের শক্তি দ্বারা তৃষ্ণার্ত কাতর আত্মাদের জীবন দান করতে পারবে , বরদাতা স্বরূপ হয়ে প্রাপ্ত বরদানের দ্বারা তাদেরকে বাবার কাছের সম্বন্ধে আনতে পারবে , তখন এখানকার দাতা স্বরূপের সংস্কার ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্যে রাজ্যপদ অর্থাৎ দাতা স্বরূপের সংস্কার ভরতে পারবে।

প্রশ্ন :- এই সঙ্গমযুগকে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ কেন বলা হয় ?

উত্তর :- কেননা এইসময়ে আত্মার ভেতরে সব রকমের ধর্মের , রাজ্যের , শ্রেষ্ঠ সংস্কারের , শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধের এবং শ্রেষ্ঠ গুণের সর্ব শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব গুলি বর্তমানেই রেকর্ডের মতন ভরতে থাকে। চুরাশি জন্মের উত্তরণ এবং অবনমন (চড়তি এবং উতরতি) কলা এই দুইয়েরই সংস্কার এইসময়ে আত্মায় ভরা হয়। রেকর্ড ভরার সময় এখনই চলছে , তাইজন্য এইটিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম যুগ।

প্রশ্ন :- হদের অর্থাৎ দেহঅভিমানের রেকর্ড ভরতে কোন্ তিনটি কথার খেয়াল রাখতে হয় ? যা আত্ম-অভিমানের রেকর্ড ভরার সময়ে তোমাদেরও রাখা উচিত ?

উত্তর :- তারা বায়ুমন্ডল , বৃত্তি এবং বানী এই তিনটি পয়েন্টের উপরে অ্যাটেন্সন দেয়। যখন বৃত্তি চঞ্চল হয় , একাগ্র থাকেনা তখন বানীর আকর্ষণীয় ভাব থাকেনা। যেরকমের গান গায় , সেইরূপে স্থির হয়ে গান গায়। তাহলে যদি হদের গায়ক এবং রেকর্ড আর্টিস্টরা এই সব পয়েন্টের খেয়াল রাখে তো তোমরা বেহদের রেকর্ড আর্টিস্ট , সমস্ত কল্পের রেকর্ড আর্টিস্টদের এই সব পয়েন্টের উপরে অ্যাটেন্সন দেওয়া উচিত । যদি রেকর্ড ভরার সময়ে উল্লাসের বদলে আলস্যতা এসে যায় তো রেকর্ড কিরকম ভরবে ! তাই কখনও নিজের ভরা রেকর্ড সারাদিনের রেকর্ড সাক্ষী হয়ে দেখো যে ঠিক ভরা হচ্ছে তো !

প্রশ্ন :- আত্মার দুর্বলতা কোন্ কথায় প্রমাণিত হয় ?

উত্তর :- যদি নিজের চেকিং - এর কমন নিয়ম টুকু এখনও বিস্মৃত থাকে , অমৃতবেলা নিজের টাইম-টেবিল ফিক্স করেনা , নিজেকে ঈশ্বরীয় নিয়ম এবং মর্যাদা অনুরূপ চালাতে পারেনা এর থেকেই প্রমাণিত হয় আত্মা এখনও দুর্বল আছে , তারা বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ রাজ্য কিভাবে চালাতে পারবে ।

প্রশ্ন : - এখন কোন্ সময় চলছে ? আবার কোন্ সময় আসবে ?

উত্তর : - এখন প্রাপ্তির সময় চলছে , কিছু সময় পরে পশ্চাতাপ বা আফসোস করার সময় আসবে। এখন বাবা হলেন স্নেহী স্বরূপ ভবিষ্যতে সুপ্রীম জাস্টিসের রূপ হয়ে যাবে। জাস্টিসের সামনে যতই স্নেহী আত্মীয় হোক কিন্তু নিয়ম সদা নিয়ম হয় (law is law) , এখন স্নেহপূর্ণ সময় চলছে পরে নিয়ম যুক্ত সময় হবে। সেইসময় লিফ্ট পাওয়া যাবেনা তাই বাপদাদা সকল বাচ্চাদের এই কথাই বলছেন যে একটু সময় হলেও অনেক সময়ের প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো। সময়ের অপেক্ষায় কেয়ারলেস হোয়োনা ।

প্রশ্ন : - সদ্গতি প্রাপ্তির জন্যে কোন্ তীব্রগতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ?

উত্তর : - যে কর্ম-ই করো তা যেন সেকেন্ডের মধ্যে হয় , করব , প্ল্যান করব .... এইরকম কর্মের গতিবিধি তীব্রগতি নয়। তীব্র পুরুষার্থী হল সে যে দৃঢ় সংকল্প নেয় যে করতেই হবে , হতেই হবে। এইরূপ তীব্রগতির অধিকারী-ই সদ্গতি লাভ করতে পারবে। আচ্ছা - ওমশান্তি ।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বদা সুখ অনুভবকারী মায়াজিত , ক্রোধমুক্ত ভব

ব্রাহ্মণ জীবনে যদি সুখ অনুভব করতে হয় তাহলে ক্রোধজিত হওয়া অতি আবশ্যক । যতই কেউ গালাগালি করুক , ইনসাল্ট করুক কিন্তু তোমার ক্রোধ অনুভূতি হবেনা । মেজাজ দেখানো বা রুআব দেখানো এইটিও হল ক্রোধেরই অংশ। এমনতো নয় যে ক্রোধ তো করতেই হয় , নাহলে কাজ হবেনা। আজকালকার সময় অনুযায়ী ক্রোধের দ্বারা কাজ বিগড়ে যায় আর আত্মিক স্নেহ এবং শান্তির সাহায্যে বিগড়ে যাওয়া কাজ সফল হয় তাই এই ক্রোধকে অনেক বড় বিকার রূপে স্বীকার করে মায়াজিত , ক্রোধ মুক্ত স্বরূপে পরিণত হও।

শ্লোগান : - নিজের বৃত্তি এমন পাওয়ারফুল বানাও যাতে তোমার বৃত্তির প্রভাবে অনেক আত্মারা যোগ্য এবং যোগী রূপে পরিণত হয়।